বাংলাদেশ তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ...

তারিখ 25 JUL 19..
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

# এসএসসি'র রেজাল্ট সবাই এক সঙ্গে জানতে চায়

দেশ জুড়ে কিশোর-কিশোরীদের একটা বড় অংশ এখন গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে কাল কাটাচ্ছে- সামনেই এসএসসি পরীক্ষার ফল। উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ মা-বাবা তথা অভিভাবকদেরও কম না। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার ফল নিয়ে পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। মা-বাবা কিংবা অভিভাবকদের ভাবিত হওয়াতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবে আমাদের ক্ষেত্রে এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেবল ফলকে ঘিরেই আবর্তিত হয় না বলে সবকিছুই স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় কি করেছে তার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে কি যে করেছে তা জানবে কেমন করে এই ভাবনা। ফল প্রকাশের আগে থেকেই তাই শুরু হয় এখানে ওখানে ধরনা দেয়ার পালা। ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা সংশিলষ্ট সবার কাছে পৌঁছে যাবে—এমন কোনো ব্যবস্থা আমরা আজো করতে পারিনি। পরীক্ষার ফল নিয়ে এখান থেকেই বিপত্তির শুরু। ফল জানা নিয়ে এই যে আগাম আগ্রহ এর থেকেই জন্ম নেয় নানা জল্পনা আর গুজব। মাঝে মধ্যেই যা ফল প্রকাশের ক্ষেত্রেও বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তবে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই ধরনা বা তদবিরবাজীরও একটা সময় আছে। ফল প্রকাশের যুক্তি সংগত সময়সীমা পার হলেই এসব তৎপরতার সূচনা ঘটে। পরীক্ষা আর তার ফল প্রকাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে এনে এই উৎকণ্ঠা আর তদজাত অনভিপ্রেত তৎপরতা লাঘব করার কথা ভাবা যায় না কি?

উত্তর পত্রের মূল্যায়ন আর তার বাছাই সম্পাদন ইত্যাদি প্রতিটি কাজই সময় সাপেক্ষ। তবু কিছু সময় সকল অবস্থায়ই বাঁচানো যেতে পারে। সময় বাঁচিয়ে জল্পনা-গুজব বন্ধ করায় উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি। এসএসসি পরীক্ষায় যেখানে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী সেখানে ফল প্রকাশ করতে কিছুটা যে সময় লাগবে তা আমরা উপলব্ধি করি। তবে কতটা সময় যুক্তিসংগত বলে আমরা ধরে নেব?

এতো গেলো ফল প্রকাশের কথা। প্রকাশিত ফল সংশিলষ্ট সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থাটা কি? জানা গেলো এবার সব পরীক্ষা কেন্দ্রেই ফল পৌঁছে দেয়া হবে ঢাকায় প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। মফঃস্বলে যাবে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে।

ফল জানার আগ্রহের ক্ষেত্রে ঢাকা আর মফঃস্বলের পরীক্ষার্থীর মধ্যে কোনো তারতম্য থাকতে পারে মনে হয় না। অথচ ব্যাপারটি ভিন্ন। আর তারই জের টেনে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মাথায় তুলে নিতে হয় অহেতুক উৎকণ্ঠা। এ হয়রানির কোন যুক্তি নেই। সামান্য তৎপরতাই এ হয়রানির অবসান ঘটাতে পারে।

প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে থাকে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে তেমন কোনো ব্যবস্থা আছে কি, যাতে করে সব পরীক্ষার্থীকে সুষ্ঠুভাবে ফলটা দ্রুত জানিয়ে দেয়া যেতে পারে? যুক্তির প্রাবল্য নেই মনে করার পক্ষে। আর সে ক্ষেত্রে ঢাকাতেও ফল জানা নিয়ে ছুটোছুটি আর হয়রানির কিছুই কমতি ঘটছে না।

অর্থাৎ এ বছরও আমাদের সামনে আছে সেই বর্ণনাতীত ভিড় আর অনুরোধ উপরোধের চাপ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ফল পত্রিকার অফিসে পৌঁছে যায় একথা মোটামুটি সবরাই জানা। সকলেই তাই পত্রিকা অফিসে ভিড় জমান। পরীক্ষার্থী আর অভিভাবকদের কথা ভেবে পত্রিকাগুলো দ্রুত এ ফল আংশিক হলেও প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। কারও অনুরোধে ফল দেখে দেয়ার অবকাশ থাকে না বললেই চলে। পরিণতি তিক্ততার বিস্তার। অক্ষমতার বেদনাবোধের বেশি করারও কিছু থাকে না।

পরীক্ষার ফল দ্রুত চূড়ান্ত করে একই দিনে ঢাকা এবং মফঃস্বলের প্রতিটি বিদ্যালয়ে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে পারলে ভাল হয়। পরীক্ষার ফল জানা নিয়ে অর্থহীন হয়রানি থেকে নিস্কৃতির অপর কোনো ব্যবস্থা আছে বলে মনে করিনে।

একই সঙ্গে ঢাকা এবং প্রতিটি প্রধান শহরে এমন একটি কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেখানে প্রতিটি বোর্ডের ফল মজুদ থাকবে। চাইলে অন্তত পাওয়া যাবে। এই সেবাটুকুর বিনিময়েও মূল্য আদায় করা যেতে পারে। অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধি না ঘটিয়েও বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্ভোগ মোচন সম্ভব।

সারা দেশের সব স্কুলে একই সঙ্গে রেজাল্ট পৌঁছে দেয়া বেশ শক্ত কাজ। কিন্তু যে ভাবে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রাজধানী থেকে উপজেলা কেন্দ্র পর্যন্ত একই সময়ে পৌঁছে সে একই প্রক্রিয়ায় আজও উপজেলা পর্যন্ত একই দিনে পরীক্ষার ফলও পৌঁছে দেয়া সম্ভব বলেই আমরা মনে করি।

সামনে এসএসসি পরীক্ষার ফল। এই ফল নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মূল বিষয় হচ্ছে ফলটা কি হচ্ছে। প্রতিযোগিতার এ যুগে ভালোরও কোনো সীমা নেই। ভালোটাও কতটা ভালো হচ্ছে সে দিকেও সবার মন সবার নজর। কচি ছেলেমেয়েদের উদ্বেগে টানটান প্রতিযোগিতা দেখে সত্যি কষ্ট হয়। অথচ করারও তো কিছু নেই।

এককালে এই এসএসসির নাম ছিল প্রবেশিকা। অর্থাৎ এই পরীক্ষায় সাফল্যের মাধ্যমেই উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার জন্মাবে নামেই ছিল তার স্বীকৃতি। এখন নামটা বদলে গেছে। তবে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেছে কি: একটি ক্ষেত্রে অবশ্যই ঘটেছে। তা হচ্ছে এই এর মাধ্যমেই উচ্চতর শিক্ষার পথে পা বাড়াতে হবে ঠিকই. তবে এ পরীক্ষার সাফল্যেও কোন অধিকার জন্মায় না। মামুলী কলেজে প্রবেশের পথেও রয়েছে আবার ভর্তি পরীক্ষা। কলেজ যদি ভালো হয়, ভালো ফলই পর্যাপ্ত নয়, কেননা ভালোরও রয়েছে মাত্রাভেদ।

ভালোর প্রতিযোগিতা তাই অসুস্থতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ এমন এক পর্যায় যেখানে সবার চাহিদা মেটানোর শেষে কতো কিশোর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে চরম বেদনাদায়ক পরিণতি ডেকে আনে।

প্রতিযোগিতা ভালো, তবে ভালোরও একটা সীমা থাকা চাই। এসএসসির ফল সামনে এসে এই সীমা নিয়ে ভাবারই তাকিদ দিচ্ছে।

—সালেহ চৌধুরী